মিনিম্যাক্স হেলথ কেয়ার সোসাইটি

সমবায় সমিতি গঠন করে সদস্যদের কল্যাণে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়ার একটি প্রয়াস

মিনিম্যাক্স হেলথ কেয়ার সোসাইটি

গ্রীন সিটি সেন্টার, লেভেল-১০
৫৮, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।
www.minimaxhealthcare.ogr

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যে কোন সরকারের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যাপক সাফল্য রয়েছে। তথাপি সকল মানুষের সুচিকিৎসা সহজলভ্য করতে বেসরকারি উদ্যোগকে এগিয়ে আসার জন্য সরকার আহ্বান জানাচ্ছে। স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রতি ১,৪৮৭ জনের জন্য মাত্র ০১ জন নিবন্ধিত চিকিৎসক রয়েছে। এছাড়াও, প্রতি ১০,০০০ জন মানুষের জন্য সরকারী হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৩ দশমিক ৩০টি অপর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, সীমিত আধুনিক যন্ত্রাপাতি ও অত্যাধিক খরচ ইত্যাদি সমস্যাগুলো বিদ্যমান। সাম্প্রতিক সময়ে করোনাভাইরাস এবং ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব চলাকালে এ বিষয়টি আরো স্পস্ট হয়ে উঠেছে। টেকসই উন্নয়ন নিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৩ নম্বর লক্ষ্যটি হলো "সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সু-স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ"। সে প্রেক্ষিতে একটি টেকসই এবং দরিদ্র বান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠনে কাজ করার উদ্দেশ্য বেসরকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "মিনিম্যাক্স হেলথ কেয়ার সোসাইটি (minimax health care society) গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 'ভিশন ২০৪১' এবং এসডিজি এর আলোকে একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, টেকসই, সহজলভ্য ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলায় অংশীদার হওয়া।
- সরকারের স্বাস্থ্য নীতিমালার আলোকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় অলাভজনক পদ্ধতিতে নিজস্ব কনসাল্টেশন সেন্টার, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।
- সমিতিবদ্ধ হয়ে নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা গঠন না করা পর্যন্ত অন্য হাসপাতাল, ডায়াগস্টিক সেন্টার তথা অন্য চিকিৎসা কেন্দ্র হতে কর্পোরেট চুক্তির আওতায় সদস্যদের জন্য ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করা।
- স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও দেশে অধিক সংখ্যক মানসম্মত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইন্সটিটিউব এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউব গঠন ও পরিচালনা করা।
- দেশের স্বাস্থ্য খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবার মান উন্নত করা এবং চিকিৎসা খরচ কমানো।

- সদস্যদের কল্যাণে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা।
- সমিতির সদস্যদের বাহিরেও সহনশীলমূল্যে সর্বস্তরের মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া।

সমিতির মূলনীতিঃ

সাধারণ জনগণকে সমিতিভুক্ত করে অলাভজনক পদ্ধতিতে নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করাই হচ্ছে আলোচ্য সমিতির মূল নীতি। প্রস্তাবিত উদ্যোগটির মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে, সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে নূন্যতম (Minimun) খরচ নিয়ে চিকিৎসাসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্সসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সর্বোচ্চ (Maximum) বেতন-ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। সে দৃষ্টিকোণ হতে প্রকল্পটির নামকরণ করা হয়েছে (Minimum Maximum Health Care society). সংক্ষেপে (minimax health care society). বর্তমানে দেশের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশী। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালে সবার পক্ষে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার সুযোগ হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী ডাক্তার , নার্স ও সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারী গণ উপযুক্ত বেতন-ভাতা না পাওয়ায় চিকিৎসা সেবায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন না। কাজেই জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী স্বল্প মূল্যে মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হলে স্বাস্থ্য খাতে আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা কাঠামো তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে বর্ণিত MiniMax নীতি অনুসরণ করা হবে।

কিভাবে পরিচালিত হবেঃ

আগ্রহী বাংলাদেশের ১৮ বৎসরের অধিক বয়সের যে কোন লোক সমিতির সদস্য হতে পারবে। এভাবে সমিতির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা আদায় সাপেক্ষে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে সদস্যদের কল্যাণে স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন উদ্যোগ প্রথমে ঢাকা মহানগরীতে নেওয়া হবে। পরবর্তীতে দেশের অন্যত্র তা সম্প্রসারণ করা হবে। সমিতির সদস্যবৃন্দকে নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়ার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য সমবায় সমিতি গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত হবে। সমিতির নির্বাহী সদস্য/আজীবন সদস্য সর্বোচ্চ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত রাখা হবে। এ সদস্যদের কাছ হতে প্রাপ্ত তহবিল, জনহিতৈষী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে প্রাপ্ত দান-অনুদান এর মাধ্যমে গঠিত চিকিৎসা সেবার সুবিধা অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের একটি মাসিক/দৈনিক ফি এর বিনিময়ে গ্রহণের সুযোগ থাকবে। সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সাধারণ সদস্যদের মোবাইল হতে দৈনিক ৫ (পাঁচ) টাকা করে পরিশোধের শর্তে বা মাসিক ১০০ টাকা চাঁদা সমিতিরি ব্যাংক হিসাবে ডিজিটাল মাধ্যমে পরিশোধের শর্তে সাধারণ সদস্যগণ চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। সাধারণ সদস্যদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। আজীবন সদস্য, নির্বাহী সদস্য এবং সাধারণ সদস্যদের চাঁদা সময় সময় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিবর্তন করা হবে। সমিতির সকল কাজ কর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হবে। সমিতি পরিচালনা এবং চিকিৎসা সেবার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে।

সদস্যদের প্রকারভেদ:

সমিতির তিন ধরণের সদস্য থাকবে:

১. আজীবন সদস্য: ভর্তি ফি ৩০০ টাকা, এককালীন চাঁদা ১০০০০/-। সমিতি পরিচালনায় এ ধরনের সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে।

২. **নির্বাহী সদস্য:** ভর্তি ফি ২০০/- টাকা। এককালীন চাঁদা ৫০০০/-। এ ধরনের সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে।

৩. **সাধারণ সদস্য:** ভর্তি ফি ১০০/- টাকা। এককালীন চাঁদা ২০০০/-। এ ধরনের সদস্যদের সমিতির পরিচালনায় কোন ভোটাধিকার
থাকবে না।

সদস্যদের সুযোগ সুবিধা:

সমিতির সদস্যদের সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত আলাদা নীতিমালা থাকবে। প্রধান প্রধান সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

১। **কনসাল্টেশন/ডাক্তারী পরামর্শঃ** সদস্যগণ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কনসাল্টেশন সেন্টার এবং হাসপাতালের বহিঃর্বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। সদস্যপদের ধরনের উপর নির্ভর করে কনসাল্টেশন ফি এর বাজার মূল্যের উপর প্রারম্ভিক পর্যায়ে সর্বনিম্ন ৩০% এবং পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট প্রদান করা হবে।

২। **পরীক্ষা-নিরীক্ষাঃ** সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং হাসপাতালসমূহে বিভিন্ন পরিক্ষা-নিরীক্ষার উপর সদস্যগণ ডিসকাউন্ট প্রাপ্ত হবেন। সদস্যপদের ধরনের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাজার মূল্যের উপর প্রারম্ভিক পর্যায়ে সর্বনিম্ন ৩০% এবং পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট প্রদান করা হবে।

৩। **অপারেশন ও জটিল রোগের চিকিৎসাঃ** বিভিন্ন ধরনের অপারেশন এবং জটিল রোগের চিকিৎসায় সকল সদস্যগণকে বড় অংকের ডিসকাউন্ট সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪। **হাতপাতালে ভর্তি এবং শয্যা/কেবিন প্রাপ্তিঃ** সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালসমূহে ভর্তি এবং শয্যা/কেবিন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যগণ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন।

৫। সমিতির নির্বাহী এবং সাধারণ সদস্যদের চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা থাকবে।

কমপরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে মিনিম্যাক্স হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন গঠন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে মিনিম্যাক্স হেলথ কেয়ার সোসাইটি গঠন করা হবে। ফাউন্ডেশন গঠনের সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ বিধায় প্রাথমিক পদেক্ষপ হিসাবে সমিতি গঠন করা হবে। পরবর্তীতে সমিতি সকল সদস্য কে অর্ন্তভুক্ত করে ফাউন্ডেশন গঠন করা হবে। কেননা সরকারের অনুমতিক্রমে ফাউন্ডেশন গঠন করা হলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দান/অনুদান সংগ্রহ করা সহজ হবে। এতে সমিতিরি লক্ষ্য/উদ্দেশ্য বাস্তাবায়ন করা সহজ হবে। সমিতি /ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম হবে সারাদেশ ব্যাপী।

প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা শহরের ৪টি পৃথক স্থানে কনসাল্টেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে। পরবর্তীতে, কনসাল্টেশন সেন্টারগুলোকে পর্যায়ক্রমে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাতপাতালে

রুপান্তর করা হবে। প্রকল্পটি রাজধানীতে বাস্তবয়িত হলে ক্রমান্বয়ে ৮টি বিভাগীয় শহর এবং প্রত্যেক জেলায় পর্যায়ক্রমে কনসাল্টেশন সেন্টার, হাতপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং মেডিকেল কলেজ চালু করা হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়েও সমিতির কর্যক্রম বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে।

সমিতির কার্যক্রমের পথ নকশা:

জুন-২০২৪ সমিতির সদস্যদের নিবন্ধন শুরু করা

নভেম্বর- ২০২৪ ঢাকায় প্রথম কনসাল্টেশন সেন্টার চালু করা

জানুয়ারি-২০২৫ সদস্যদের চিকিৎসরা জন্য অন্য চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে কর্পোরেট চুক্তি করা

মার্চ-২০২৫ সমিতির নিজস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু করা

জুলাই-২০২৫ ঢাকায় ২য় কনসাল্টেশন সেন্টার চালু করা

জানুয়ারি-২০২৬ ঢাকায় ৩য় কনসাল্টেশন সেন্টার এবং ২য় ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু করা

জুলাই-২০২৬ ঢাকায় ৪র্থ কনসাল্টেশন সেন্টার এবং ৩য় ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু করা

জানুয়ারি-২০২৮ ৪র্থ ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ ঢাকায় সমন্বিতভাবে হাসপাতাল চালু করা

জানুয়ারি-২০৩০ হাসপাতালের সাথে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং হেল্থ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট চালু করা

ডিসকাউন্ট লক্ষ্যমাত্রা:

প্রথম বছর (৩০%) →দ্বিতীয় বছর (৪০%)→তৃতীয় বছর (৫০%)→ চতুথ বছর (৬০%)→ পঞ্চম বছর (৭০%)

কিভাবে সদস্য হবেন?

অনলাইনে (www.minimaxhealthcare.org) ফরম পূরণ করে খুব সহজেই সদস্যপদ লাভ করা যাবে এবং মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি পরিশোধের সুবিধা থাকবে। সদস্যপদ গ্রহনের সাথে সাধে সমিতির ওয়েবসাইট হতে QR কোডযুক্ত পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে তিনি দেশের যে কোন স্থানে অবস্থিত সমিতি/ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।